দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...0.6 JUN 1998

কাছারি ঘরভিত্তিক গণশিক্ষা

(একটি মডেল প্রকল্প)

মোঃ মাসুদুল হক

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ী-ঘরে একটি করে কাছারি ঘর (বৈঠকখানা) প্রায়ই দেখা যায়। এই কাছারি ঘরগুলোকে গণশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে চালু করা সম্ভব হলে দু'তিনটি পাড়া নিয়ে কাছারি ঘরভিত্তিক একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। গ্রামের শিক্ষিত পরিবারের এসএসসি পর্যন্ত পড়া মেয়ে বা গৃহবধূদের এসব গণশিক্ষা কেন্দ্রে নিয়োগ করা গেলে বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে এটি একটি সহজ উপায় হতে পারে। আর্থিক খরচের খুব একটি প্রয়োজন এতে হবে না। কেবল ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হবে। পরবর্তীতে উদ্বুদ্ধ করা গেলে অশিক্ষিত পরিবারের মা-বাবা তাদের সন্তানের বইপত্রের জন্য কিছু খরচ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

গত মার্চ '৯৮ মাসে চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত সাতবাড়ীয়া গ্রামে গণশিক্ষার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। এ গ্রামটির পূর্ব পাড়ার অধিকাংশ লোকজন একেবারেই অশিক্ষিত, অধিকাংশ রিকশাচালক ও দিনমজুর। তারা সবাই মিলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু নামাজ পড়তে লোকজন সেখানে কমই যায়। আমি তাদের মসজিদে নামাজ পড়ার পর সকাল ৮টা থেকে ১২টা মসজিদের মধ্যেই বাংলা লেখাপড়া করার জন্য বলি। তারা আপত্তি জানায় যে, বাংলা বইতে নানা ছবি আছে বিধায় মসজিদে তারা বাংলা পড়াতে রাজি নয়। কিছুদিন পর পুনরায় তাদের লেখাপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় যে, মসজিদে বাংলা লেখাপড়া করাতে তারা রাজি নয়। তবে, দক্ষিণ পাড়ার একজন তার কাছারি ঘরে বাংলা লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে সম্মত হন এবং তার ছেলের বউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করতেও রাজি হন। এ প্রস্তাবটি আমার কাছে খুবই ভাল মনে হওয়ায় অতিসত্বর ব্যবস্থা করার জন্য তাকে বলি। এর এক মাস পর তিনি জানান যে, তার কাছারি ঘরে ৪০/৪২ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন লেখাপড়া করে এবং তিনি এতে অত্যধিক আনন্দিত। তিনি আরো বলেন যে, এসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা কোনদিনও স্কুলে যায়নি, তবে তাদের সন্তানদের খুব কাছেই লেখাপড়ার এ ধরনের একটা সুযোগ করে দেবার জন্য তারাও খুব আনন্দিত। একইভাবে ঐ গ্রামে আরো দুটি কাছারি ঘরভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সেখানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। আবার কোন কোন স্কুলে দুই শিফট চালু করলেও এক এক ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উর্ধ্বে ৮০পর্যন্ত আছে। অথচ অন্যান্য উন্নত দেশে কোনো ক্লাসে ২৮ বা ৩০ জনের বেশী ছাত্রছাত্রী নেয়া হয় না। এদিক থেকে বিচার করলে জায়গার অনুপাতে মানুষ বেশী বিধায় এবং আর্থিক সংকটের কারণে স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই, যে পাড়ার ছেলেরা স্কুলে যায় না বা যে পাড়া থেকে স্কুল দূরে অবস্থিত অথবা যে গ্রামে স্কুল নেই, সে গ্রামের প্রতিটি কাছারি ঘরকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু তৈরী করা সম্ভব হলে অচিরেই দেশ হতে নিরক্ষরতা দূর করা সহজ হবে।

উদ্দেশ্য হবে দুটি ঃ (ক) একটি শিশু শিক্ষা, (খ) অপরটি বয়স্ক শিক্ষা। সকালে শিশু শিক্ষার ক্লাস ও বিকেলে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নিতে হবে। শিশু শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয় পড়ানো যেতে পারে ঃ

- ০ আদব-কায়দা ও সামাজিক নিয়ম-কানুন,
- ০ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,
- ০ রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়ম,
- ০ প্রাথমিক শিক্ষা।

বয়স্ক শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পড়ানো যেতে পারে ঃ

- ০ সামাজিক রীতিনীতি ও রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়ম,
- ০ প্রাথমিক শিক্ষা,
- ০ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা,
- ০ আয়বৃদ্ধি সম্পর্কিত উৎপাদনশীল নানা প্রকল্প।

একজন মানুষকে পরিবর্তনের জন্য সেই মানুষটির অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করাই প্রাথমিক কর্তব্য। এই আগ্রহ যিনি সৃষ্টি করতে পারবেন তিনিই অন্ধকার থেকে আলোতে মানুষকে নিয়ে আসতে পারবেন। এখানে প্রথম কাজ হবে গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তত প্রাথমিকভাবে দু'একজনের মধ্যে হলেও আগ্রহের সৃষ্টি করা। এই উদ্যোগের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে কাছারি ঘর নির্বাচন ও শিক্ষক নির্বাচন। পুরুষের চেয়ে মহিলা শিক্ষকরা একাজে অনেক বেশী উপযোগী হবেন। সেজন্য প্রাথমিকভাবে মহিলা শিক্ষক নির্বাচন করাই উত্তম হবে। না পাওয়া গেলে অবশ্য পুরুষ শিক্ষকও নেয়া যেতে পারে। এর পর আশপাশের বাড়ীর যারা আদৌ স্কুলে যায় না অথবা যাদের বয়স তিন-এর অধিক তাদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে ক্লাস আরম্ভ করা। উল্লেখ্য যে, এসব ক্লাসে কোন প্রকার শাস্তি বা বেত-এর ব্যবহার করা উচিত হবে না। প্রতিদিন সকালে প্রাথমিকভাবে ২ ঘন্টা করে ক্লাস আরম্ভ করলে পরবর্তীতে প্রয়োজনে বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। এখানেই বিকেলে আবার বয়স্ক নারী-পুরুষের শিক্ষার জন্য এবং তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিটি গ্রামে এধরনের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে এর ব্যবস্থাপনা ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার আওতায় নিয়ে আসা যায়। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ১টি করে কাছারি ঘর গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হলে ৬৮ হাজার স্কুল সৃষ্টি করা যায়।

৩ থেকে ৭ বছরের যেসব বাচ্চার পক্ষে আদৌ স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না তাদেরও এ স্কুলে নেয়া যায়। আর একবার স্কুলে গিয়ে অভ্যস্ত হলে এবং কিছুটা জ্ঞান আহরণ করলে এদের মধ্যে আর স্কুলভীতি থাকবে না। ফলে, স্কুল ড্রপ-আউট-এর সংখ্যাও কমে যাবে। আবার বয়স্ক নারী-পুরুষদেরও এ কেন্দ্রের আওতায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে না। স্থানীয় আগ্রহ, উদ্যোগ এবং উৎসাহ ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বনির্ভর হয় না। স্বনির্ভর ব্যক্তি স্বনির্ভর সমাজ সৃষ্টি করতে পারে। স্বনির্ভর সমাজ স্বনির্ভর দেশ গড়তে পারে। আর এর প্রধান মাধ্যম হবে শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য। আবার এগুলো আয়ত্তে আনার জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

আশা করি, গ্রাম থেকে শহরে আগত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও গ্রামীণ শিক্ষিত নেতৃত্ব এ বিষয়টি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন।

(লেখক একজন সরকারী কর্মকর্তা)